সমকাল

21 JAN 2017

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘিরে অবৈধ স্ট্যান্ড ও দোকানপাট

■ এস এম আল-আমিন

উঁচিয়ে রাখা দা-বঁটি ডিঙিয়ে স্কুলে যেতে হয় ছাত্রীদের। এটি পুরান ঢাকার বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কথা। স্কুলে ঢোকার পথেই রয়েছে এমন কয়েকটি দোকান। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদরঘাটের দিকে যেতে লিয়াকত এভিনিউ ধরে একটু এগোলেই হাতের বাঁয়ে একটি সরু গলিপথের শেষ মাথায় পড়ে বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

দখল ৬

এ স্কুলের পাশেই রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল। শুধু এই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে পুরান ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা মহানগর ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঘিরে অবৈধ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, হিড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল, সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল, সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুল, দোলাইরপাড় উচ্চ বিদ্যালয়, কে এল জুবিলী স্কুল, হাজী মাজহারুল হক উচ্চ বিদ্যালয়, সুরিটোলা উচ্চ বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে দখলের এমন চিত্র দেখা গেছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে দখলদারদের বসানোর পেছনে ছাত্রনেতা থেকে স্থানীয় সরকারদলীয় নেতাকর্মীদের ভূমিকা রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুধু দোকানপাট বসিয়ে ক্ষান্ত হননি তারা। কোথাও কোথাও লেগুনার মতো যানবাহনের স্ট্যান্ডও বসানো হয়েছে। ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের পোহাতে হচ্ছে চরম ভোগান্তি। অবৈধ স্ট্যান্ড ও দোকানপাট সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্টদের কাছে একাধিকবার আবেদন করেছে ভুক্তভোগী প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষ। তবু প্রতিকার মেলেনি।

বর্তমানে যে স্কুলটির নাম বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, তার গোড়াপত্তন হয়েছিল গত শতাব্দীর শুরুর দিকে। জানা যায়, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে এ দেশের জনগণ নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হন। সে সময় লীলা নাগ, পরে যার নাম হয়েছিল লীলা রায়, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করার গৌরব অর্জনকারী প্রথম নারী শিক্ষার্থী, তিনি স্বদেশী আন্দোলনকারীদের সহায়তায় ঢাকায় কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর মধ্যে দীপালি-১ ও দীপালি-২ এবং নারী শিক্ষা মন্দির উল্লেখযোগ্য। দীপালি-২ স্কুলটিই বর্তমানের বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। দেশের বহু বরেণ্য ও কৃতী ছাত্রীর স্মৃতিবিজড়িত এ বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে দিনের পর দিন চলছে ধারালো দা-বঁটির খোলা দোকান। বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা সুলতানা জাহান জানালেন, ছাত্রীদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে পুলিশ ও সিভিল উভয় প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। অভিযোগের পর উচ্ছেদ করলেও দুই-তিন পর আবার গলির বেশিরভাগটুকু দখল করে নেয় দোকানদাররা।

পুরান ঢাকার আরেকটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ফটকের সামনে অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে লেগুনা স্ট্যান্ড। ফটকের সামনে এ স্ট্যান্ড থাকায় শিক্ষার্থীদের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলটির সামনে গত বুধবার অষ্টম শ্রেনির ছাত্র নূরুল মোমেন ও তার সহপাঠীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ হয়। তারা বলে, লেগুনাগুলো এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, আমরা কয়েকজন মিলে একসঙ্গে স্কুলে ঢুকতে পারি না। কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আবু সাঈদ ভূঁইয়া বলেন, স্কুলের ফটকের সামনে গড়া অবৈধ লেগুনা স্ট্যান্ড অপসারণের ব্যাপারে ট্র্যাফিক পুলিশকে জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

কলেজিয়েট স্কুলের উত্তর পাশেই রয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রধান ফটক। অথচ দীর্ঘদিন এ ফটক বন্ধ করে গড়ে তোলা হয়েছে অবৈধ লেগুনা (বাহাদুর শাহ পরিবহন) স্ট্যান্ড। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলামের প্রত্যক্ষ মদদে এই লেগুনা স্ট্যান্ড চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। স্কুলের ফটকের সামনে অবস্থিত বাহাদুর শাহ পরিবহন মালিক সমিতির আহ্বায়ক মোস্তফা জামান মোল্লা বলেন, সদরঘাটে ১০৮টি হিউম্যান হলার (লেগুনা) আছে। সিটি করপোরেশন আলাদা জায়গা দিলেই এখান থেকে স্ট্যান্ড সরিয়ে নেওয়া হবে।

মোস্তফা জামান মোল্লা অবৈধ এই স্ট্যান্ড পরিচালনার জন্য কাউকে চাঁদা দেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মালিক সমিতির এক নেতা বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ও কোতোয়ালি থানা ছাত্রলীগের নেতাদের মাসে ২৫-৩০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোতোয়ালি থানার সভাপতি নুরুল ইসলাম নুরু ও সাধারণ সম্পাদক সজল চাঁদা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন। বরাবরই চাঁদা নেওয়ার কথা অস্বীকার করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সভাপতি শরীফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম। তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবনের সম্প্রসারণ কাজের যেন বিঘ্ন না হয় সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ফটক বন্ধ রেখেছে।

কবি নজরুল সরকারি কলেজ, শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ, হিড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই স্কুল, সেন্ট গ্রেগরিজ স্কুল, সেন্ট ফ্রান্সিস স্কুলের দেয়াল ঘেঁষে বসা হকারদের দোকানপাট দেখা গেছে। বংশাল থানার পাশেই অবস্থিত হাজী মাজহারুল হক উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টির দক্ষিণমুখী ফটকের সামনে রিকশার গ্যারেজ ও ডাস্টবিন দেখা গেছে। একই চিত্র সুরিটোলা উচ্চ বিদ্যালয় এবং দোলাইরপাড় উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনেও। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষ থেকে এসব অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য বারবার আবেদন জানানো হচ্ছে। মাঝে মধ্যে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হলেও প্রভাবশালীদের প্ররোচনায় আবারও দখল হয়ে যায়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ঢাকার ফুটপাত দখলমুক্ত করতে ডিএসসিসি অভিযান শুরু করেছে। উচ্ছেদের পরের দিন যাতে দখলদাররা পুনরায় দখল নিতে না পারে সে জন্য এ অভিযান ১৫ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। পুরান ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে অবৈধ দখল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে ধারাবাহিকভাবে পুরান ঢাকায়ও উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে। পুলিশের কোতোয়ালি জোনের উপ-কমিশনার শাহেনশাহও দখলমুক্ত করতে সমন্বিত কর্মসূচির কথা বললেন। তিনি বলেন, সদরঘাট-লক্ষ্মীবাজার এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে অবৈধ দোকান বেশ কয়েকবার উঠিয়ে দেওয়া হলেও সেগুলো আবার দখল করে নিয়েছে হকাররা। ডিএসসিসির কর্তব্যরত আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।